

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর - ডিসেম্বর - ২০২৬ খ্রিষ্টবর্ষ

সম্পাদকীয় পর্ষদ

রুবিনয় আন্দ্রিয় হাদিমা
ইগ্নাশিউস নয়ন পালমা
লুপি জন ত্রিপুরা
পৌলিনুস মুর্মু
দীপঙ্কর কস্তা
মেথুশেলাহ ইনক কর্মকার
জয়ন্ত ক্রাউলী ক্রুশ
দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ
স্ট্যানলী ডিকেন্স আজিম
শ্রাবণ কস্তা
নির্ময় রায়, পিমে

পৃষ্ঠপোষকতায়

ফাদার ইনবার্ট কোমল খান
ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ

মডারেটর

ফাদার ইনবার্ট কোমল খান

প্রকাশনায়

সম্পাদকীয় পর্ষদ
পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী
ব্লক-এ-১১২, রোড ২৭, বনানী, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১৫ ৩২৭০২৯
ই-মেইল: editorhsms@gmail.com

মুদ্রণে

দি ডিজাইন হাউস
বাবুপুরা, কাটাবন, ঢাকা

সম্পাদকীয়...

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও, বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার।" (মার্ক ১৬:১৫)

আমাদের এই সময়ে প্রযুক্তি ও যোগাযোগের দৃশ্যমান অগ্রগতিতে পারস্পরিক যোগাযোগ ও স্বাধীন মত প্রকাশ সহজ হয়েছে, তবে অপেক্ষাতর সহজ যোগাযোগ ও তথ্যের প্রাচুর্যের মাঝে সত্যানুসন্ধান পথ হারাচ্ছে এবং মানব-হৃদয়-সংযোগ সংকটাপন্ন হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় প্রভু যিশুর মঙ্গলসমাচার জীবনের চরমতম সত্য তথা ভালোবাসা, শান্তি, ক্ষমা ও মানবিকতার পথে আহ্বান জানায়।

প্রভুর মঙ্গলবাণীর এই সত্য-আলোকে তুলে ধরার জন্য 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী'-বনানী, প্রথম বারের মতো 'বাণীর আলো' নামক মাসিক রবিবাসরীয় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই মাসিক পত্রিকাটি আমাদের আত্মিক যাত্রার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। অত্র সেমিনারীর প্রকাশনা পরিষদের উদ্যোগে, বিশপগণ ও পরিচালকমণ্ডলীর উৎসাহ ও প্রেরণায় এই পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছে **"বাণীর আলো"**। কেননা প্রভুর বাণীই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি ও পথের দিশা।

আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের বাণী তখনই আমাদের জীবনে সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে, যখন তা আমাদের চিন্তাকে আলোকিত করে, হৃদয়কে পরিবর্তন করে এবং অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। তাই আমাদের এই সহভাগিতা যেন কেবল চিন্তার আদান-প্রদান না হয়ে পারস্পরিক অনুপ্রেরণা, বিশ্বাসের গভীরতা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

বাণীর আলো ছড়ানোর এই উদ্যোগ আমরা উপাসনা বর্ষ 'খ' দিয়ে শুরু করছি। আগমনকালের চারটি রবিবারের ঐশবাণীকে কেন্দ্র করে ১ম স্যংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আগমনকাল আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সময়। অর্থাৎ প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করার জন্য আত্মিক প্রস্তুতি, প্রার্থনা, অনুশোচনা ও আশার সময়। এই সময়ে পবিত্র বাইবেলের পাঠগুলো আমাদের বিশ্বাসে জাগ্রত হতে, জীবনে পরিবর্তন আনতে এবং ঈশ্বরের আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকতে শিক্ষা দেয়। এই সময়ের প্রতিটি বাণী আমাদের জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে, আত্মসমীক্ষা করতে এবং বিশ্বাসের পথে আরও গভীর হতে অনুপ্রাণিত করে।

"বাণীর আলো" সহভাগিতা প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সেই সকল সেমিনারীয়ানকে, যাঁরা তাঁদের চিন্তা, অনুভূতি, বাণী অনুধ্যান লেখার মাধ্যমে এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে, আগমনকালের এই পবিত্র সময়ে, আসুন আমরা প্রত্যেকে নিজেদের হৃদয়কে প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত করি। 'বাণীর আলো' আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে খ্রিস্টের বাণীর আলো জ্বালিয়ে দিক এবং সেই আলো আমাদের পরিবার, সমাজ ও সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।

প্রভুর আগমনের প্রত্যাশায়, তাঁর বাণীর আলোয় আলোকিত হোক আমাদের প্রত্যেকের জীবন।

আগমনকালের প্রথম রবিবার



১ম পাঠ: ইসাইয়া ৬৩: ১৬খ-১৭, ১৯খ; ৬৪: ২খ-৭;
২য় পাঠ ১ম করিন্থীয় ১: ৩-৯;
মার্ক ১৩: ৩৩-৩৭

মূলসুর: প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় সজাগ থাক ও প্রার্থনা কর।

সবুজ চিরান
ঐশতত্ত্ব চতুর্থ বর্ষ

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা,

আজ উপাসনা বর্ষ-খ: আগমনকালের ১ম রবিবার। আগমনকালের এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় সকলকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা। আগমনকাল হলো প্রস্তুতির কাল। ঈশ্বরের পুত্র যিশুকে হৃদয় মন্দিরে বরণ করে নেবার প্রস্তুতি। প্রভু যিশু আসবেন আমাদের হৃদয়ে বাস করতে। তাহলে কি আমাদের হৃদয়কে সুন্দর করে সাজাতে হবে না? আমরা কি মলিন হৃদয়ে যীশুকে আহ্বান জানাবো? আমরা তো জানি যীশু আসবেন তবু কি আমরা উদাসীন থাকতে পারি? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আসুন ধ্যান- প্রার্থনা করি এবং প্রস্তুতি নিই। ঐতিহাসিকভাবে দু'হাজার বছরেরও বেশি বছর আগে তিনি এসেছিলেন এ পৃথিবীতে তবে তিনি প্রতিনিয়ত আসতে চান আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করতে। যিশু এ জগতে আসলেও কারো কারো হৃদয় গোশালায় তার স্থান মেলেনি। মাতামন্ডলী এই আগমনকালে আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে পরিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ধারণ ও বহন করতে। এজন্য ভালোবাসা পূর্ণ হৃদয় নিয়ে প্রভুর আগমন প্রতিক্ষায় জেগে থাকি।

আজকের প্রথম পাঠে প্রবক্তা ইসাইয়া ঈশ্বরের কাছে গভীর আকুলতা নিয়ে প্রার্থনা করছেন। তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করেন এবং স্বীকার করেন যে, মানুষ পাপ ও দুর্বলতার কারণে ঈশ্বরের পথ থেকে দূরে সরে যায়। তিনি বলেন, আমরা মাটি, তুমি কুমোর; আমরা সকলে তোমার হাতের রচনা। এই কথার মধ্যে আমাদের জীবনের গভীর সত্য লুকিয়ে আছে। অনেক সময় আমরা নিজেদের শক্তি, জ্ঞান ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করি। আমরা মনে করি, সবকিছু নিজেরাই করতে পারব। কিন্তু যখন জীবনে সমস্যা আসে, যখন আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ কতটা প্রয়োজন। কুমোর যেমন মাটিকে যত্ন করে সুন্দর পাত্র তৈরি করেন, তেমনি ঈশ্বরও আমাদের জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে চান। আমরা যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসি, তখন তিনি আমাদের গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পাঠে সাধু পৌল করিন্থীয় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁদের অনুগ্রহ দান করেছেন এবং তিনি তাঁদের শেষ পর্যন্ত দৃঢ় রাখবেন। এই বাণী আমাদের মনে আশা জাগায়। আমাদের জীবনে এমন সময় আসে, যখন আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য করেন। এই আগমনকালে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো, সব পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আশা ধরে রাখি। তাই আমরা নিজেদের দুর্বলতার জন্য হতাশ না হয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করি এবং প্রতিদিন আরও বিশ্বস্ত খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠার চেষ্টা করি।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা, আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশু আমাদের স্পষ্টভাবে বলেন, "সর্তক থাক তোমরা, জেগেই থাকো" (মার্ক ১৩:৩৩)। যিশু এখানে একজন বাড়ীর কর্তার কথা বলেছেন যিনি দূর দেশে যাওয়ার আগে তাঁর চাকরদের প্রত্যেককে কাজের দায়িত্ব দিয়ে যান এবং দারোয়ানকে জেগে থাকতে বলেন। বাড়ীর কর্তা কখন ফিরে আসবেন, তা চাকরেরা জানে না। তাই তাদের সব সময় দায়িত্বশীল ও প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রভু যীশু কি কারণে এই কথা বললেন তাও তিনি তাদের বুঝালেন। এতে যে কেবল তাঁর শিষ্যদের উপকার হবে বলে তিনি এই কথা বলেছেন তা নয়, তা সমস্ত বিশ্বাসীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আর এই কারণেই সময় অনিশ্চিত হলেও তিনি যে কোন সময় আসতে পারেন বলে সেই আশা নিয়ে সর্বদা আমাদের অপেক্ষায় থাকা উচিত। তাছাড়া তিনি তো বলেননি কবে আসবেন। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন যে তোমরা জানো না। " তাই তোমরা জেগেই থাক, কারণ তোমাদের প্রভু যে কবে আসবেন, তোমরা তো তা জানো না।"(মথি ২৪:৪২)

উপমাটি যে লোকটি নিজ বাড়ী ছেড়ে বিদেশ যাত্রা করলেন, তিনি হলেন স্বয়ং যীশু, যিনি পুনরুত্থানের পরে স্বর্গারোহণ করলেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছেন ও করবেনই। তিনি তাঁর সেবকদের নানা দায়িত্ব ও কর্তৃত্বভার অর্পণ করে গেছেন কারণ পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ পেয়ে মঙ্গল কাজ করার ক্ষমতা তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তদের দিয়ে গেছেন। তাছাড়া তিনি রক্ষীকে জেগে থাকতে আদেশ দিয়েছেন। বস্তুত উদ্যোগ নিয়ে মন্ডলীর দায়িত্বভার নিতে তিনি মেষপালক ও আধ্যাত্মিক গুরুদের উপদেশ দিয়ে গেছেন। "তোমাদের যা বলছি, সকলকেই বলছি: জেগেই থাক!" (মার্ক ১৩:৩৭) কেবলমাত্র মন্ডলীর পথপ্রদর্শক ও নির্দেশক প্রেরিতশিষ্যগণ ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণকেই নয়, আমাদের সকলের প্রভু সেই সতর্ক বাণী শুনিয়েছেন এবং আমাদের হৃদয় দুয়ারে যেন সেই আদি শত্রু, সেই শয়তানের মন্দ প্রলোভন যেন আঘাত হানতে না পারে এবং শয়তানের মন্দতা থেকে যেন রেহাই পেতে পারি সেই আদেশই প্রভু দিয়ে গেছেন। প্রভু এসে যেন আমাদের প্রস্তুত দেখতে পান। প্রভু যিনি আসবেন, তিনি যেন সেই শেষের দিনটিতে আমাদের ঘুমন্ত দেখতে না পান, এর জন্য আমাদের সবাইকে আগ্রহী হয়ে প্রহরীর ন্যায় সর্তক থাকতে চেষ্টা করতে হবে। তাই সাধু পল বলেন : "তোমাদের নেশার ঘোর কেটে যাক আর পাপ করোনা তোমরা!" (১করি:১৫:৩৪), "এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই সময়!"

অপেক্ষা বা জেগে থাকার সম্পর্কে একটি সুন্দর ঘটনা আছে যা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ঘটনাটা এরকম: এক পরিবারের আদরের ছেলে বিদেশে লেখাপড়া করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সে বাড়ীতে ফিরবে। সস আগেই জানিয়ে দিয়েছে সে জানুয়ারী মাসের যে কোন দিন বাড়ীতে আসবে। সে নির্দিষ্ট দিন জানায়নি কারণ সে surprise দিয়ে অন্যদের আনন্দকে বাড়িয়ে দিতে চায়। একদিন হঠাৎ করেই সে রওনা দিল। সন্ধ্যার পর চারিদিকে নেমে এসেছে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ীর কাছে এসে শুনতে পেলো মা মারীয়ার গান চলছে। বুঝতে পারলো সবাই প্রার্থনা করছে। সে, বাড়ীর বাড়ান্দায় চুপ করে বসে রইল কেউ টের পাইনি যে সে এসেছে। বাইরে থেকে সে শুনতে পেল আত্বীয়স্বজন সবাই তার জন্য প্রতীক্ষা করছে, তার

মঙ্গলকামনা করছে তার নিরাপদ, সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছে। এই উদ্দেশ্য প্রার্থনা শুনে তার সমস্ত হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। সে নতুনভাবে উপলব্ধি করলো যে, সবাই তাকে কত ভালোবাসে। খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা আমরা জানি প্রভু যিশু আসবেন আমাদের মাঝে। সেই আশায় সেই প্রতীক্ষায় আমরাও যদি প্রস্তুত থাকি এবং অনবরত তার প্রতি আস্থা রেখে প্রার্থনা করি তাহলে তিনি কতই না আনন্দিত হবেন, খুশি হবেন। তিনি আমাদের পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে বাস করতে চান। তাই আমরা আমাদের হৃদয়টাকে সুন্দর করে সাজাই ক্ষমার সৌন্দর্য দিয়ে, ত্যাগের মহিমায়, সুসম্পর্ক বজায় রেখে, মিলেমিশে, একতায়।

আগমনকালের এই প্রথম রবিবারে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি।

প্রথমত, প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা। প্রতিদিন কিছু সময় নীরবে প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের বাণী পাঠ করি এবং নিজেদের জীবন পরীক্ষা করি।

দ্বিতীয়ত, অনুতাপ ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে হৃদয় পরিষ্কার করা। নিজের ভুল স্বীকার করি এবং প্রয়োজন হলে পাপস্বীকার সংস্কারের মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করি।

তৃতীয়ত, ভালোবাসা ও সেবার মাধ্যমে খ্রিস্টের উপস্থিতি প্রকাশ করা। আমাদের পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে যারা অসুস্থ কিংবা অবহেলিত, তাদের পাশে দাঁড়াই। কারণ আমরা যখন একজন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াই, তখন আমাদের জীবনে খ্রিস্টের ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন, এই আগমনকালে আমরা শুধু দিন গুনে বড়দিনের অপেক্ষা না করি; বরং প্রতিদিন আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হই। কারণ আমরা জানি না, প্রভু কখন আসবেন; কিন্তু আমরা জানি, তাঁকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের হৃদয় আজ থেকেই প্রস্তুত করতে হবে। তাই এই আগমনকালের শুরু থেকেই আমরা "সর্তক এবং জেগেই থাকি যেন তিনি আমাদের অন্তরে এসে বাস করতে পারেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকে এই আশীর্বাদ দান করুন যাতে আমরা সত্যিই তাঁর আসার প্রতীক্ষায় থাকতে পারি।

আগমনকালের দ্বিতীয় রবিবার



১ম পাঠ: ইসাইয়া ৪০:১-৫, ৯-১১
২য় পাঠ: ২ পিতর ৩:৮-১৪
মঙ্গলসমাচার: মার্ক ১:১-৮
মূলভাব: অনুতাপ ও পবিত্র জীবনের মাধ্যমে প্রভুর আগমনের পথ প্রস্তুত করা।

রুবিনয় হাদিমা
ঐশতত্ত্ব ৪র্থ বর্ষ

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জনেরা,

আগমনকাল হলো প্রত্যাশা, প্রস্তুতি ও নবায়নের সময়। এই সময়ে আমরা কেবল বেথলেহেমে জন্মগ্রহণকারী শিশু যিশুর আগমন তথা বড়দিন উৎসবের প্রস্তুতির পাশাপাশি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জীবন্ত খ্রিস্টের উপস্থিতি অনুভব করি এবং তাঁর পুনরাগমনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। এটি আমাদের বিশ্বাসের এক অবিরাম যাত্রা।

আজকের তিনটি পাঠের মূলভাব হলো: ঈশ্বরের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের ঘোষণা, প্রভুর দিনের জন্য পবিত্র জীবনযাপন এবং মনপরিবর্তনের মাধ্যমে খ্রিস্টের আগমনের পথ প্রস্তুত করা।

প্রথম পাঠে প্রবক্তা ইসাইয়া নির্বাসনে থাকা ইস্রায়েলীয়দের উদ্দেশে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন, "আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও, সান্ত্বনা দাও" (ইসাইয়া ৪০:১)। দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ, হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপনকারী ইস্রায়েলীয়দের কাছে এই বাণী ছিল নতুন আশার আলো।

হিব্রু ভাষায় 'সান্ত্বনা' বোঝাতে 'নাখাম' (נַחֲמוּ, Nacham) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কেবল দুঃখের সময় সান্ত্বনার কথা বলা নয়; বরং দুঃখী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের করুণা, মমতা ও সহানুভূতির প্রকাশ। ঈশ্বর তাঁর জনগণকে কখনও পরিত্যাগ করেননি। তিনি তাদের ক্ষমা করেন, মুক্ত করেন এবং নতুন ভবিষ্যতের আশ্বাস দেন। আমাদের ঈশ্বর একদিকে শক্তিশালী প্রভু এবং অন্যদিকে কোমল হৃদয়ের মেষপালক। তিনি মেষশাবকদের কোলে তুলে নেন এবং যত্নের সঙ্গে তাদের পরিচালনা করেন (ইসাইয়া ৪০:১০-১১)।

প্রবক্তা ইসাইয়া ঘোষিত এই বাণী বর্তমানেও আমাদের বাস্তব জীবনে প্রাসঙ্গিক। আমাদের পরিবারে, সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ, ব্যর্থতা, সম্পর্কের ভাঙন, অর্থনৈতিক সংকট এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। কখনো পাপের বোঝা আমাদের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে, কখনো হতাশা আমাদের ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাঁর ভালোবাসা ও করুণা আমাদের দুর্বলতার চেয়ে অনেক বড়। তিনি শুধু আমাদের দোষ দেখিয়ে দেন না, তিনি ক্ষমা করেন, সান্ত্বনা দেন এবং নতুন করে পথ চলার শক্তি দেন। তাই আগমনকাল ঈশ্বরের অনুগ্রহে নতুন জীবন শুরু করার সময়।

দ্বিতীয় পাঠে সাধু পিতর প্রভুর পুনরাগমন সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলেন। তিনি বলেন, "প্রভুর কাছে এক দিন হাজার বছরের মতো এবং হাজার বছর এক দিনের মতো" (২ পিতর ৩:৮)। মানুষ সময়কে দিন, মাস ও বছর দিয়ে পরিমাপ করে। কিন্তু ঈশ্বরের সময় ও পরিকল্পনা মানুষের সময়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। আমরা অনেক সময় মনে করি, প্রভুর আগমন দেরি হচ্ছে। কিন্তু সাধু পিতর বলেন, ঈশ্বর দেরি করছেন না; বরং তিনি আমাদের প্রতি ধৈর্যশীল। তিনি চান না কেউ বিনষ্ট হোক, বরং সবাই যেন মন পরিবর্তনের সুযোগ লাভ করে (২ পিতর ৩:৯)।

তবে সাধু পিতর সতর্ক করে বলেন, প্রভুর দিন চোরের মতো আসবে (২ পিতর ৩:১০)। তাই আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা পবিত্র থাকি ও ঈশ্বর ভয়ে জীবনযাপন করি এবং নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর প্রত্যাশা করি, যেখানে ন্যায়বিচার বাস করবে (২ পিতর ৩:১১-১৩)।

এখানে পবিত্রতা বলতে শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করাকে বোঝায় না; বরং আমাদের চিন্তা, কথা, কাজ, সম্পর্ক ও সিদ্ধান্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের জীবন যেন সত্য, ন্যায়বিচার, ক্ষমা, দয়া ও ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করে।

আজকের মঙ্গলসমাচারে দীক্ষাগুরু যোহন ঘোষণা করেন, "মরুভূমিতে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে চলেছে: তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত

করে রাখ, সোজা সরল করে তোল তাঁর আসার পথ" (মার্ক ১:৩)। যোহন নিজে মুক্তিদাতা নন; তিনি মুক্তিদাতার অগ্রদূত। তিনি মানুষকে পাপের ক্ষমা লাভের জন্য অনুতাপের দীক্ষাস্নান গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। এখানে মরুপ্রান্তর কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান নয়; এটি মানুষের অন্তরের অবস্থারও প্রতীক। যে হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য স্থান নেই, যেখানে প্রার্থনা, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের অভাব রয়েছে, সেই হৃদয় মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে।

প্রবক্তা ইসাইয়া বলেন, "প্রত্যেক উপত্যকা ভরাট হবে, প্রত্যেক পর্বত ও পাহাড় সমান করা হবে এবং আঁকাবাঁকা পথ সোজা হবে" (ইসাইয়া ৪০:৪)। এই বাণী আমাদের জীবনে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, আমাদের হৃদয়ের উপত্যকাগুলো হলো ভালোবাসার অভাব, হতাশা, উদাসীনতা এবং অসহায় মানুষের প্রতি অবহেলা। এগুলো আমাদের সোজা বা সমান বা পূর্ণ করতে হবে দয়া, সহানুভূতি ও সেবার মাধ্যমে।

অন্যদিকে আমাদের অহংকার, আত্মগর্ব, হিংসা ও অন্যকে ছোট করে দেখার প্রবণতা হলো উঁচু পর্বতের মতো। এগুলোকে বিনয় ও ক্ষমার মাধ্যমে নিচু করতে হবে। মিথ্যা, পরনিন্দা, প্রতারণা ও অন্যায় হলো জীবনের আঁকাবাঁকা পথ। এগুলোকে সত্য, সততা ও ন্যায়বিচারের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। মঙ্গলসমাচারের পিতৃগণের ব্যাখ্যায় অরিজন বলেন, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করার অর্থ মানুষের অন্তরে একটি সরল পথ তৈরি করা, যাতে ঈশ্বরের বাণী সেখানে প্রবেশ করতে পারে। তিনি সদাচরণ ও সৎকর্মের মাধ্যমে এই পথ প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ কেবল মুখে বিশ্বাসের কথা বলাই যথেষ্ট নয়; আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সেই বিশ্বাসের প্রমাণ থাকতে হবে।

সুতরাং প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করার অর্থ হলো নিজের অন্তরকে ঈশ্বরের আগমনের উপযোগী করে তোলা।

দীক্ষাগুরু যোহন মানুষকে আহ্বান করেন, যেন তারা পাপের ক্ষমা লাভের জন্য মন পরিবর্তন করে (মার্ক ১:৪)। গ্রিক ভাষায় মন পরিবর্তন বোঝাতে মেতানোইয়া Μετάνοια (Metanoia) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কেবল নিজের ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা নয়; বরং চিন্তা, মনোভাব ও জীবনযাপনের দিক পরিবর্তন করে ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসা।

প্রকৃত অনুতাপ তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন আমরা পাপ স্বীকার করার পাশাপাশি পাপের পথ ত্যাগ করি এবং জীবন সংশোধনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করি। কারও সঙ্গে অন্যায় করলে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সম্পর্ক ভেঙে গেলে পুনর্মিলনের চেষ্টা করতে হবে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে অবহেলা করলে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। ক্যাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত অনুতাপ হলো হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, যা প্রার্থনা, আত্মসংযম, দানশীলতা এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে পুনর্মিলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় (CCC, ১৪৩০-১৪৩৫)। তাই শুধু মুখে বিশ্বাসের কথা বলাই যথেষ্ট নয়; আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সেই বিশ্বাসের প্রমাণ করতে হবে আমাদের জীবন সাক্ষ্য দ্বারা।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়জনেরা, আজকের তিনটি পাঠ আমাদের তিনটি বাস্তবতার দিকে আহ্বান করে।

প্রথমত, আমরা যেন ঈশ্বরের সান্ত্বনা গ্রহণ করি। তিনি আমাদের দুঃখ, দুর্বলতা ও ব্যর্থতার প্রতি উদাসীন নন।

দ্বিতীয়ত, আমরা যেন মেতানোইয়া বা প্রকৃত মন পরিবর্তনের পথে হাঁটি। যেখানে ভুল করেছি, সেখান থেকে ফিরে আসি। যাদের কষ্ট দিয়েছি, তাদের কাছে ক্ষমা চাই এবং ঈশ্বরের কাছে বিনম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

তৃতীয়ত, আমরা যেন পবিত্র জীবনের সাক্ষী হই। আমাদের প্রার্থনা, দয়া, সততা, ক্ষমা ও সেবার মাধ্যমে অন্যরা যেন খ্রিস্টের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।

তাই আসুন এই আগমনকালে আমরা আমাদের হৃদয়ের উপত্যকাগুলো ঠিকঠাক করি, অহংকারের পর্বতগুলো নিচু করি এবং অন্যায়ের আঁকাবাঁকা পথগুলো, ন্যায়ের সরলতায় সোজাই। আমাদের হৃদয়, পরিবার ও সমাজ যেন এমন একটি স্থান হয়ে ওঠে, যেখানে খ্রিস্টের আলো অন্ধকার দূর করে, তাঁর শান্তি বিভেদ মুছে দেয় এবং তাঁর ভালোবাসা মানুষের জীবনে নতুন আশা জাগিয়ে তোলে।

আগমনকালের তৃতীয় রবিবার



১ম পাঠ: ইসা ৬১: ১-২, ১০-১১,
২য় পাঠ: ১ম থেসা ৫: ১৬-২৪
যোহন ১: ৬-৮, ১৯-২৪

মূলভাব: "আনন্দ করো, প্রার্থনা করো এবং প্রভুর পথ প্রস্তুত করো।"

রিকসন টমাস কস্তা
ঐশতত্ত্ব ৪র্থ বর্ষ

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা আজ আমরা আগমনকালের তৃতীয় রবিবার উদযাপন করছি। এই রবিবারকে 'Gaudete Sunday, অর্থাৎ 'আনন্দময় রবিবার' বলা হয়। বড়দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই মণ্ডলী আমাদের আনন্দ করতে, প্রার্থনা করতে এবং প্রভু যিশুর আগমনের জন্য নিজেদের হৃদয় প্রস্তুত করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

আজকের তিনটি পাঠ আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে। প্রথম পাঠে আমরা ঈশ্বরের মুক্তি ও আনন্দের বার্তা শুনি। দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল আমাদের সর্বদা আনন্দ করতে, অবিরত প্রার্থনা করতে এবং সব অবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকতে বলেন। আর মঙ্গলসমাচারে দীক্ষাগুরু যোহন আমাদের প্রভুর পথ প্রস্তুত করার আহ্বান জানান। এই পাঠগুলোর মূল বার্তা হলো: প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ শুধু বড়দিনের উৎসব পালন করা নয়, বরং আমাদের হৃদয় ও জীবনকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে পরিবর্তন করা।

প্রথম পাঠে দেখি, ঈশ্বরের আত্মা আনন্দের সুসংবাদ নিয়ে আসেন। প্রবক্তা ইসাইয়া ঘোষণা করেন, প্রভুর আত্মা তাঁর ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ঈশ্বর তাঁকে দরিদ্রদের কাছে সুসংবাদ প্রচার করতে, ভগ্নহৃদয়দের সান্ত্বনা দিতে এবং মুক্তির বার্তা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন। এই বাণী আমাদের জানায় যে, ঈশ্বর মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি উদাসীন নন। তিনি দরিদ্র, অসহায়, হতাশ ও দুঃখিত মানুষের পাশে থাকেন। তিনি তাদের জীবনে আশা, শান্তি ও নতুন জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে আসেন। যিশু খ্রিস্টের জীবনে এই বাণীর বিশেষ পূর্ণতা আমরা দেখতে পাই। তিনি অসুস্থদের সুস্থ করেছেন, পাপীদের ক্ষমা

করেছেন, অবহেলিত মানুষদের কাছে গিয়েছেন এবং সকলকে ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন।

প্রিয়জনেরা, আজ আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত: আমরা কি আমাদের চারপাশের দুঃখী মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করি? আমাদের পরিবারে, সমাজে কিংবা মণ্ডলীতে এমন কেউ কি আছেন, যাদের সান্ত্বনা, সাহায্য বা ভালোবাসা প্রয়োজন? আমরা যদি সত্যিই যিশুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে চাই, তাহলে আমাদেরও অন্যদের জীবনে আনন্দ ও আশার বাহক হতে হবে। বড়দিনের প্রকৃত প্রস্তুতি হলো আমাদের হৃদয়ে যিশুকে গ্রহণ করা এবং তাঁর ভালোবাসা দিয়ে অন্যের জীবনকে আনন্দিত করা।

দ্বিতীয় পাঠ আমাদের আহ্বান করছে সর্বদা আনন্দ করতে, অবিরত প্রার্থনা করতে। সাধু পল থেসালোনিকীয়দের কাছে তার প্রথম পত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন: সর্বদা আনন্দ করো, অবিরত প্রার্থনা করো এবং সব অবস্থায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

প্রথমেই প্রশ্ন আসে, জীবনে যখন দুঃখ, অসুস্থতা, অর্থনৈতিক সমস্যা কিংবা পারিবারিক অশান্তি থাকে, তখন কীভাবে আমরা সর্বদা আনন্দ করতে পারি? সাধু পল আমাদের বলেন না যে খ্রিস্টানদের জীবনে কখনো দুঃখ আসবে না। বরং তিনি শেখান, দুঃখের মধ্যেও যেন আমরা ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ও আশা হারিয়ে না ফেলি। আমাদের আনন্দের প্রকৃত উৎস পার্থিব সুখ নয়, বরং ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর বিশ্বস্ততা। দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, অবিরত প্রার্থনা করা। প্রার্থনা শুধু গির্জায় কিংবা নির্দিষ্ট সময়ে করা কোনো কাজ নয়। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক। দিনের শুরুতে, কাজের সময়, বিপদের মুহূর্তে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমরা ঈশ্বরের সাহায্য চাইতে পারি। তৃতীয় নির্দেশ হলো, সব অবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকা। অনেক সময় আমরা যা পাইনি, তা নিয়ে বেশি চিন্তা করি; অথচ ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন, তা ভুলে যাই। জীবন, পরিবার, বিশ্বাস, বন্ধু এবং প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় আশীর্বাদগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া আমাদের হৃদয়ে শান্তি আনে।

তাই আগমনকালে আমরা কিছু অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি: আনন্দের সঙ্গে জীবনযাপন, নিয়মিত প্রার্থনা এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়। সাধু পল আরও আমাদের আহ্বান জানান, মন্দ থেকে দূরে থাকতে এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে। তিনি আমাদের আশ্বাস দেন যে যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি বিশ্বস্ত। যে হৃদয় ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখে, যে হৃদয় প্রার্থনায় স্থির থাকে এবং যে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ, সেই হৃদয় প্রভুকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

আজকের মঙ্গলসমাচারে দীক্ষাগুরু যোহনের কথা শুনি, যিনি প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করছেন। এখানে তাঁর পরিচয় ও তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত প্রেরণ কাজ সম্পর্কে জানতে পারি। ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন যিশু খ্রিস্টের আগমনের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করতে। যিশু খ্রিস্ট হলেন জগতের প্রকৃত আলো, যিনি মানুষের পাপ, অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করেন। যোহন নিজে আলো ছিলেন না, বরং তিনি আলোর সাক্ষী ছিলেন, যাতে মানুষ যিশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। যখন জেরুসালেমের ধর্মীয় নেতারা যোহনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কে, তখন তিনি নম্রতার সঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা নন। তিনি নিজেকে মরুপ্রান্তরে চিৎকারকারী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন, যে মানুষকে প্রভুর পথ প্রস্তুত করতে আহ্বান জানায়। তাঁর বাণীর অর্থ হলো, মানুষকে পাপ থেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের জন্য নিজেদের হৃদয় প্রস্তুত করতে হবে। যোহন আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর পরে এমন একজন আসছেন, যিনি তাঁর চেয়ে মহান। তিনি যিশুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিলেন এবং নিজের নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন। এই মঙ্গলসমাচার আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের কথায় ও কাজে যিশুর সাক্ষী হতে হবে। অহংকার, হিংসা ও ঘৃণা দূর করে ভালোবাসা, ক্ষমা ও সেবার মাধ্যমে প্রভুর পথ প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের জীবন যেন অন্যদের যিশু খ্রিস্টের কাছে নিয়ে আসে।

তাই দীক্ষাগুরু যোহনের জীবন থেকে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই। প্রথমত হলো বিনম্রতা। যোহন জানতেন, তাঁর কাজ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তিনি নিজে মানুষের পরিত্রাতা নন। তাঁর কাজ ছিল মানুষকে যিশুর দিকে পরিচালিত করা। আমাদের জীবনেও নম্রতার গুনাবলি থাকা প্রয়োজন। আমরা যেন নিজেদের গৌরব খোঁজার পরিবর্তে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করি। দ্বিতীয়ত হলো সাক্ষ্য দেওয়া। যোহন তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের আগমনের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আজ আমরাও আমাদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয় এবং সমাজে খ্রিস্টের সাক্ষী হতে পারি। আমাদের সততা, ক্ষমাশীলতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে অন্যরা যেন যিশুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। তৃতীয়ত হলো প্রভুর পথ প্রস্তুত করা। প্রভুর পথ প্রস্তুত করার অর্থ হলো নিজেদের হৃদয় পরীক্ষা করা এবং জীবনের ভুলগুলো সংশোধন করা। আমাদের মধ্যে যদি অহংকার, হিংসা, স্বার্থপরতা কিংবা ক্ষমাহীনতা থাকে, তাহলে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

আমরা অনেক সময় বড়দিনের জন্য ঘর সাজাই, নতুন পোশাক কিনি, উপহার প্রস্তুত করি এবং উৎসবের পরিকল্পনা করি। এগুলো আনন্দের অংশ হতে পারে। কিন্তু আমাদের হৃদয় যদি ঘৃণা, রাগ ও ক্ষমাহীনতায় পূর্ণ থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে মুক্তিদাতা যিশুকে যথাযথভাবে গ্রহণ করব? আসুন, এই আগমনকালে আমরা অন্যকে ক্ষমা করি, ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করি, দরিদ্রদের সাহায্য করি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করি। দীক্ষাগুরু যোহনের মতো আমরাও যেন নিজের দিকে নয়, বরং যিশু খ্রিস্টের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আগমনকালের তৃতীয় রবিবার আমাদের 'আনন্দের' আহ্বান জানায়। প্রবক্তা ইসাইয়া আমাদের ঈশ্বরের মুক্তির সুসংবাদ শোনান। সাধু পল আমাদের সর্বদা আনন্দ করতে, অবিরত প্রার্থনা করতে এবং সব অবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকতে শিক্ষা দেন। আর দীক্ষাগুরু যোহন আমাদের নম্রতার সাক্ষী হয়ে প্রভুর পথ প্রস্তুত করতে আহ্বান জানান।

তাই আসুন, আমরা শুধু বাহ্যিকভাবে বড়দিনের জন্য প্রস্তুত না হয়ে অন্তর থেকেও প্রস্তুত হই। আমাদের হৃদয় থেকে ঘৃণা দূর করি, সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ফিরিয়ে আনি, হতাশার পরিবর্তে আশা গ্রহণ করি এবং আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতার চর্চা করি। যেন বড়দিনের দিন আমরা শুধু একটি উৎসব উদ্‌যাপন না করি, বরং আমাদের হৃদয়ে আগত প্রভু যিশুকে সত্যিকার অর্থে প্রহণ করতে

পারি। আসুন, আমরা আনন্দ করি, কারণ প্রভু আসছেন। আমরা প্রার্থনা করি, কারণ তিনি আমাদের শক্তি। আমরা কৃতজ্ঞ থাকি, কারণ তিনি আমাদের আশীর্বাদের উৎস। আর আমরা তাঁর সাক্ষী হই, যেন আমাদের জীবন দেখে অন্যরাও ঈশ্বরের ভালোবাসা চিনতে পারে।

আগমনকালের চতুর্থ রবিবার



১ম পাঠ: ২য় সামুয়েল ৭:১-৫, ৮-১২, ১৪, ১৬
২য় পাঠ রোমীয় ১৬:২৫-২৭
মঙ্গলসমাচার: লূক ১:২৬-৩৮
মূলভাব: "ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা এবং মা মারীয়ার আত্মসমর্পণ"।

পিতর হেম্ব্রম
ঐশতত্ত্ব ৪র্থ বর্ষ

খ্রীষ্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ভাই ও বোনেরা, আমাদের জীবনে প্রতিশ্রুতির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেউ যখন আমাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দেন, তখন আমরা তাঁর কথার ওপর বিশ্বাস রাখি। কিন্তু মানুষের প্রতিশ্রুতি অনেক সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ যা বলে, সব সময় তা পালন করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি মানুষের প্রতিশ্রুতির মতো নয়। ঈশ্বর সর্বদা বিশ্বস্ত; তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

আজকের বাণীপাঠগুলিতে আমরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, তাঁর সন্ধি এবং সেই সন্ধির পূর্ণতা সম্পর্কে জানতে পারি। সামুয়েলের দ্বিতীয় গ্রন্থে আমরা দাউদ রাজার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি দেখতে পাই। সাম ৮৯- ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা ও তাঁর সন্ধির স্থায়িত্ব ঘোষণা করে। রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পল তার পত্রে ঈশ্বরের গোপন রহস্যের প্রকাশের কথা বলেন। আর লূকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি, স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর জননী মারীয়ার কাছে তাঁর পরিত্রাণ-পরিকল্পনা প্রকাশ করছেন।

এই বাণীপাঠগুলো আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়: ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি যিশু খ্রিস্টের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে, আর বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা সেই পরিত্রাণের অংশীদার হই।

সামুয়েলের ২য় গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, রাজা দাউদ যখন তাঁর প্রাসাদে বসবাস করছিলেন, তখন তাঁর মনে একটি চিন্তা আসে। তিনি দেবদারু কাঠের প্রাসাদে বাস করছেন, অথচ ঈশ্বরের পবিত্র সিন্দুক একটি তাঁবুর মধ্যে রয়েছে। তাই তিনি ঈশ্বরের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করতে চান।

আমাদের মানবিক দৃষ্টিতে দাউদের এই ইচ্ছা মহৎ মনে হতে পারে। তিনি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান। কিন্তু ঈশ্বর প্রবক্তা নাথানের মাধ্যমে দাউদকে জানান যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষের পরিকল্পনার চেয়ে মহৎ। ঈশ্বর দাউদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি তাঁকে মেষপালকের জীবন থেকে তুলে এনে ইস্রায়েলের রাজা করেছেন। তিনি দাউদের সঙ্গে থেকেছেন এবং তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর ঈশ্বর দাউদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেন যে তার বংশ হবে এক চিরন্তন রাজবংশ, ঈশ্বর দায়ূদের রক্তধারা থেকে একটি সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, যা চিরকাল স্থায়ী হবে। তাদের সম্পর্ক হবে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক। ঈশ্বর সেই বংশধরের জন্য হবেন পিতা, আর সে হবে ঈশ্বরের পুত্র। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে, এর পূর্ণতা যিশু খ্রিস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যিশু দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি সেই খ্রিস্ট, যাঁর রাজত্বের শেষ নেই। তিনি পৃথিবীর কোনো সাধারণ রাজা নন। তিনি পাপ ও মৃত্যুর ওপর বিজয়ী রাজা, যিনি মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের পুনর্মিলন ঘটাতে এসেছেন।

প্রিয়জনেরা, দাউদ ঈশ্বরের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে দেখালেন যে, তাঁর নিজের পরিকল্পনা আরও মহান। আমরাও অনেক সময় ঈশ্বরের জন্য পরিকল্পনা করি। আমরা চাই, আমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী সবকিছু ঘটুক। আমরা চাই, আমাদের পরিবারে সমস্যা না থাকুক, আমরা কাজে সফল হই এবং আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট না আসুক। কিন্তু ঈশ্বর সব সময় আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন না। তাঁর পরিকল্পনা আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও গভীর হতে পারে। তাই বিশ্বাসী মানুষের কর্তব্য হলো, নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করা এবং তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করা।

আজকের সামসঙ্গীত ৮৯-এ ঈশ্বরের দয়া ও বিশ্বস্ততার প্রশংসা করা হয়েছে। এই সামসঙ্গীতের মূল কথা হলো, ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি তার প্রতি বিশ্বস্ত এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি স্থায়ী।

সামসঙ্গীত রচনাকারী দাউদের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির কথা স্মরণ করেন। মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয়, রাজত্বের উত্থান-পতন ঘটে, মানুষের জীবনে নানা সংকট আসে; কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা মানুষের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে না।

ইস্রায়েলের ইতিহাসে দাউদের রাজবংশের পতন ঘটেছিল। নির্বাসন ও রাজনৈতিক সংকটের কারণে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল। তবুও ঈশ্বরের জনগণ তাঁর প্রতিশ্রুত খ্রিস্টের জন্য তারা অপেক্ষা করেছেন। তারা বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। আমাদের জীবনেও এমন সময় আসে, যখন ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি দূরবর্তী বলে মনে হয়। দীর্ঘদিন প্রার্থনা করেও উত্তর পাওয়া যায় না। পরিবারে অসুস্থতা, আর্থিক সংকট, সম্পর্কের ভাঙন কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়: ঈশ্বর কি আমাদের ভুলে গেছেন? আজকের সামসঙ্গীত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ঈশ্বরের নীরবতা তাঁর অনুপস্থিতির প্রমাণ নয়। আমরা সব সময় তাঁর কাজের পদ্ধতি বুঝতে পারি না, কিন্তু বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করতে পারি।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ-পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের কথা শুনি। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল নাজারেথ নগরে কুমারী মারীয়ার কাছে এসে তাঁকে জানান যে, তিনি গর্ভধারণ করে এক পুত্রের জন্ম দেবেন, তাঁর নাম হবে যিশু। তিনি মহান হবেন এবং পরমেশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না।

এই ঘটনাটি আজকের ১ম ও ২য় বাণীপাঠের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় সামুয়েলের গ্রন্থে ঈশ্বর রাজা দাউদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর রাজবংশ স্থায়ী হবে। সামসঙ্গীত ৮৯-এ আমরা ঈশ্বরের সেই সন্ধি ও বিশ্বস্ততার প্রশংসা শুনি। আর আজকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি, দাউদের বংশে যিশু খ্রিস্টের জন্মের ঘোষণার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর তাঁর দেয়া কথা ভোলেননি; তিনি নির্ধারিত সময়ে তাঁর পরিত্রাণ-পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

প্রিয়জনেরা, এই ঘটনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মা মারীয়ার বিশ্বাস ও বিনয়। স্বর্গদূতের কথা শুনে তিনি প্রথমে বিচলিত হয়েছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন, কীভাবে এমন ঘটনা সম্ভব। কিন্তু তিনি

ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। স্বর্গদূত যখন তাঁকে জানান যে, পবিত্র আত্মা তাঁর ওপর অধিষ্ঠান করবেন, তখন মারীয়া বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেন ' আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তাই হোক' (লূক ১:৩৮)।

এই উত্তর শুধু মা মারীয়ার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয় বরং এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের এক মহান দৃষ্টান্ত। তিনি জানতেন না, ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে কী কী ঘটবে। তবুও তিনি ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা রেখেছিলেন।

আমাদের জীবনেও অনেক সময় ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমরা বুঝতে পারি না। প্রার্থনা করেও প্রত্যাশিত উত্তর পাই না, জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে হয়। তখন আমরা হয়তো প্রশ্ন করি, ঈশ্বর কি সত্যিই আমাদের সঙ্গে আছেন? আজকের বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ঈশ্বরের নীরবতা তাঁর অনুপস্থিতি নয়। তাঁর পরিকল্পনা আমাদের চিন্তা ও প্রত্যাশার চেয়েও গভীর।

মা মারীয়ার মতো আমরাও যদি বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরকে বলতে পারি, 'প্রভু, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক' তাহলে আমাদের জীবনেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ করার সুযোগ পাবে।

খ্রিস্টেতে ভাই ও বোনেরা, যিশু খ্রিস্টের জন্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে এসেছেন এবং আমাদের পরিত্রাণের পথ খুলে দিয়েছেন। তাই আসুন, আমরা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রাখি, মা মারীয়ার মতো বিনয়ী ও বাধ্য হই এবং প্রতিদিনের জীবনে তাঁর ইচ্ছা পালন করি।

খ্রিস্টের জন্মোৎসব

১ম পাঠ: ৫২: ৭-১০
হিব্রু ২য়: পাঠ: ১:১-৬
মঙ্গলসমাচার: যোহন ১: ১-১৮



পৌলিনুস মুর্মু
ঐশতত্ত্ব তৃতীয় বর্ষ

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আপনাদের সবাইকে বড়দিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের প্রভু ও মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব পালন করছি। বড়দিন আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি বিশেষ আনন্দের উৎসব। বড়দিন মানে শুধুমাত্র জমকালো আয়োজনে যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব বা জন্মদিন উদ্‌যাপন নয়, কিংবা কোন সাজসজ্জা, নতুন পোশাক, সুস্বাদু খাবার, মাদলের তালে নৃত্য, উপহার আদার-প্রদান, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে ঘুরাফেরা ও মানোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আমাদের জীবনে বড়দিনের তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়দিন মানে স্বয়ং অদৃশ্য ও রহস্যময় ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ, বাণীর দেহধারণ, ঐশ ভালবাসার আত্মপ্রকাশ, পাপের পরাজয় ও সত্য-বিজয়ের পূর্বাভাস, সৃষ্টির নবায়ন, নতুন জীবনের সূচনা এবং জগতের মাঝে মানব মুক্তির জয়জয়কার।

বড়দিন হলো বাণীর জন্মদিন। আজ অসীম ও অতিন্দ্রীয় ঈশ্বরের দেহধারণ। অর্থ্যাৎ ঈশ্বর মানুষ হলেন। 'আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন' (যোহন ১: ১-২)। আজ বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। কেননা বাণী হলেন রক্ত মাংসের মানুষ, বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে। এই বাণী স্বর্গ থেকে মর্তে মেনে আসলেন। যেন তাঁর মধ্য দিয়ে মানব পরিত্রাণ সাধিত হয়। এটি প্রবক্তাদের বাণীর পূর্ণতা ও ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর শুধু স্বর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলেন না, অসীম, অতিন্দ্রীয় ও অদৃশ্য সত্তার মধ্যে শুধুমাত্র বিরাজিত হলেন না; বরং স্বয়ং ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে দৃশ্যমান জগতে নেমে এলেন। তিনি সৃষ্টি জগতে নিজেকে আত্মপ্রকাশ ঘটালেন ও নিজেকে ধরা দিলেন আমাদেরই মাঝখানে। তিনি মানুষকে ভালবাসলেন ও আমাদের পৃথিবীর বাড়িতে অতিথি হিসেবে অথবা আমাদের জীবনে শ্রেষ্ট উপহার হিসেবে আসলেন। তাই আমাদের ঈশ্বর কোন অতিন্দ্রীয় ঈশ্বর নন, আমাদের ঈশ্বর উর্ধ্বে অবস্থানরত ঈশ্বর নন, আমাদের ঈশ্বর অদৃশ্য কোন সত্তা নন, আমাদের ঈশ্বর স্বর্গ থেকে নেমে এলেন আমাদেরই মাঝে, আমাদের ঈশ্বর ইম্মানুয়েল ঈশ্বর। "দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর" (মথি ১: ২৩)। তিনি আমাদেরই ভাষা, সংস্কৃতি, পোষাক, পরিবারে ও জীবনে বাস করলেন। আমাদের ঈশ্বর দৃশ্যমান ঈশ্বর যাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। অর্থাৎ যে ঈশ্বরকে স্পর্শ করা যেত না, সেই ঈশ্বরই আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। তিনি প্রতিটি খ্রিস্টযাগে নেমে আসেন। আজ আমরা তাকে হাতে স্পর্শ করে হৃদয়ে ধারণ করি ও ঐশ জীবনে সহভাগি হই, ঐশ সন্তান হই, তাঁর অসীম ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত লাভ করি এবং ঈশ্বরত্বে প্রবেশ করি। আর তখনই পরম আত্মা ও মানব আত্মার পরিপূর্ণ মিলন সাধিত হয়।

আমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে- ঈশ্বর কেন মানুষ হলেন? আমরা খুব সহজ ভাবে উত্তর দেই যে ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন জগতের মানুষ পরিত্রাণ পায়। ঈশ্বর শুধুমাত্র পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য মানুষ হননি, বরং তিনি সৃষ্টিকে নবায়ন করেছেন, ঈশ্বরত্বে সহভাগি করেছেন এবং কালের পূর্ণতায় ইতিহাসের সাক্ষ্যি হয়ে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাই সাধু আথানাসিউস বলেছেন, "ঈশ্বর মানুষ হলেন আমরা যেন ঈশ্বর হতে পারি।" মানুষ কি ঈশ্বর হতে পারে"? -এ কথাটির অর্থ কী? প্রথমে এই কথাটি শুনলে মনে হতে পারে, মানুষ কি সত্যিই ঈশ্বর হয়ে যেতে পারে? মানুষ কি ঈশ্বরের সমান হতে পারে? এর উত্তর হলো "না"। মানুষ ঈশ্বরের মতো স্বভাবগতভাবে ঈশ্বর হয়ে যায় না এবং কখনোই সৃষ্টিকর্তার সমান হতে পারে না। ঈশ্বর এইজন্য মানুষ হয়েছিলেন, যেন আমরা ঈশ্বরের জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারি। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ ঈশ্বর হয়ে যাবে বা ঈশ্বরের সমান হবে। বরং যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে, পবিত্রতায় বেড়ে ওঠে এবং ঈশ্বরের ঐশ্বরিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে। ঈশ্বর আমাদের মতো মানুষ হয়েছেন, যাতে আমরা তাঁর অনুগ্রহে তাঁর মতো পবিত্র ও প্রেমময় হতে পারি। অন্যকথায় এর অর্থ হলো-মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে তাঁর ঐশ্বরিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের মতো পবিত্র, প্রেমময়, দয়ালু, ক্ষমাশীল ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার পথে এগিয়ে যায়, মানুষ যিশু খ্রিস্টের মতো জীবনযাপন করতে শেখে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্রতা ও দয়ার প্রকাশ ঘটে এবং মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে চিরন্তন মিলনের

জন্য প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ, ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, যেন মানুষ তাঁর অনুগ্রহে ঈশ্বরের জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

বড়দিন হলো- খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় বড় হওয়ার আহ্বান। পরম আত্মার সাথে মানব আত্মার পরিপূর্ণ মিলন সাধনই হলো খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা। বড়দিন হলো 'ঈশ্বরের জন্ম- আমাদের জন্মায়'। বড়দিন মানব ও সৃষ্টির নবায়ন। এটি আমাদের চিন্তা-চেতনায়, মন-মানসিকতায় ও জেগে উঠার আহ্বান। অর্থ্যাৎ ঈশ্বরের সাথে নতুন ভাবে জন্ম হওয়ার আহ্বান। তাই ঈশ্বর ঐশ্বরিক স্বভাব ছেড়ে মানব স্বভাবে রূপান্তর হলেন, আমাদের উচিত মানব স্বভাব ছেড়ে ঐশ্বরিক স্বভাবে রূপান্তর হওয়া। পরম আত্মা সব সময় উর্ধ্বমূখী। তবে মানব মুক্তি ও ঐশ পরিকল্পনা সাধনের জন্য পরম আত্মা উর্ধ্বমূখী থেকে নিম্নমুখী হলেন। কেননা পরম আত্মার সাথে মানব আত্মার মিলনের আহ্বানই মানব মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের আগমনের সার্থকতা। ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীর নিজ বাড়িতে আসার মূল উদ্দেশ্য হলো- তাঁরই মতো (যীশুময়) হওয়া। অর্থ্যাৎ তাঁর জীবনার্দশ ও শিক্ষা পালন করা। তিনি এসেছেন জগতের সকল মানুষের পাপময়তার ডানা ছেঁটে ফেলতে বা সরাতে এবং তাঁরই মতো হয়ে সবাইকে স্বর্গে নিয়ে যেতে ও পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার আশ্রয়ে রাখতে। এ জগতের পাপময়তার ডানা হলো- বিভিন্ন ভ্রান্ত মতার্দশ ও শিক্ষা, ঐশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ, ভোগ-বিলাসিতা, অহংকার, লোভ, প্রতিযোগিতার মনোভাব, ধন-সম্পদ, যুদ্ধ, সংঘাত, হিংসা, কাম, লালসা, প্রতারণা, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি অসম্মতি ও বিশ্বাসে হীনমন্যতা। ঈশ্বর মানুষ হয়ে আজ আমাদের কাছে এসেছেন এ সব পাপময় ডানাকে ছেঁটে ফেলতে। তাই এই বড়দিনে দৃঢ় সংকল্প নিই যে এসব পাপময় অবস্থা থেকে দূরে সরে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছকে সর্মথন দিই এবং আমাদের জীবনে ঐশ ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করি। তবেই ঈশ্বরের মানুষ হওয়া আমাদের জীবনে সার্থকতা।

বড়দিন হলো- যীশুর আলো আমাদের জীবনে উদ্ভাস। যিশুই আমাদের জীবনে আলো। "আর সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দেয়, আর অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে পারেনি (যোহন ১:৫)।" আমাদের পৃথিবীর আজ যিশুর আলোর প্রয়োজন। কারণ আমাদের সমাজে হিংসা, ঘৃণা, অন্যায়, মিথ্যা, দুর্নীতি এবং বিভেদ রয়েছে। কখনো কখনো এই অন্ধকার আমাদের নিজেদের হৃদয়েও বাসা বাঁধে। আমরা হয়তো প্রতিবেশীর প্রতি রাগ পোষণ করি, কেউ আমাদের কষ্ট দিলে তাকে ক্ষমা করতে চাই না, কিংবা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলি। কখনো কখনো অসহায় মানুষের কষ্ট দেখেও আমরা নীরব থাকি। বড়দিন আমাদের আহ্বান জানায়, যেন আমরা আমাদের জীবনে যিশুর আলোকে স্থান দিই। যখন আমরা কাউকে ক্ষমা করি, তখন যিশুর আলো প্রকাশিত হয়। যখন আমরা দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করি, তখন যিশুর আলো প্রকাশিত হয়। যখন আমরা অসুস্থদের দেখতে যাই, একাকী মানুষকে সান্ত্বনা দিই এবং অসহায়দের পাশে দাঁড়াই, তখন যিশুর আলো প্রকাশিত হয়। যিশুর ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য সব সময় বড় কোনো কাজ করতে হয় না। আমাদের ছোট ছোট ভালো কাজও অন্যের জীবনে আনন্দ ও আশার আলো নিয়ে আসতে পারে। তাই আজ আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি: আমার কথা, কাজ ও আচরণের মধ্য দিয়ে কি যিশুর আলো প্রকাশিত হচ্ছে?

প্রিয়জনেরা, বড়দিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর প্রেমময়। ঈশ্বর আমাদের এত ভালোবাসেন যে, তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছেন। তাই ঈশ্বরের ভালবাসা কোন জাগতিকতার মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ যোগ্য নয়। "আর তিনি নিজ প্রথমজাত পুত্র প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না" (লূক ২:৭)। যিনি রাজাদের রাজা, সেই যিশু কোনো রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি সাধারণ গোয়ালঘরে এবং তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল যাবপাত্রে। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর ক্ষমতা, ধনসম্পদ ও জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে নয়, বরং নম্রতা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসেন। বড়দিনের মূল বার্তা হলো ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, তাই তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন। ঈশ্বর নম্রতার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসেন। ঈশ্বর চাইলে তাঁর পুত্রকে জাঁকজমকপূর্ণ ও শক্তিশালী রূপে পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যিশুকে একটি ছোট শিশুরূপে সাধারণ পরিবেশে পাঠালেন। এর মাধ্যমে যিশু আমাদের শিক্ষা দেন যে, ঈশ্বর আমাদের সাধারণ জীবনেও উপস্থিত থাকেন। তিনি আনন্দের মুহূর্তে যেমন আমাদের সঙ্গে থাকেন তেমনি আমাদের দুঃখ, কষ্ট, অভাব এবং দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যেও আমাদের পাশে থাকেন। আমাদের পরিবারে হয়তো দারিদ্র্য, অসুস্থতা, ভুল বোঝাবুঝি কিংবা নানা সমস্যা রয়েছে। কখনো কখনো আমাদের মনে হতে পারে যে, আমরা একা এবং কেউ আমাদের কথা ভাবছে না। কিন্তু বড়দিন আমাদের আশ্বাস দেয়-ঈশ্বর আমাদের ভুলে যাননি। যিশু আমাদের জীবনের অংশীদার হতে এবং আমাদের আশা দিতে এসেছেন। তাই আসুন, আমরা নম্রতা, সহানুভূতি ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে যিশুকে স্থান দিই এবং ঈশ্বরের জন্ম দিনে নতুন চেতনায় জন্ম হই।

